অনর্পিত নাম দিতেছে, নিয়ে পাপের ভার।
ও সে বিনামূল্যে পার করে দেয়, এমন দয়াল দেখি নাই।।
৪। যা'হোক তিন যুগের পর, ঘাটের উঠে গিচে কর,
হরিচাঁদ পাটনী এল অনেক দিনের পর।
কত দুঃখী তাপী পার করে দেয়, ভব পারের মাশুল নাই।।
৫। দয়াল মহানন্দ কয়, পারে কে কে যাবি আয়,
পুষ্পবন্ত যোগ হ'য়েছে জীবের ভাগ্যোদয়।
গোঁসাই গুরুচাঁদের দয়া বিনে অশ্বিনী তোর উপায় নাই
(হরিবল বলরে)।।

২৭ নং তাল-রাণেটি

কি ধনে তুষিব *গুরু দিবানিসি ভাবি হৃদয়।
আমি তোমার ধন তোমাকে দিয়ে ব'সে আছি তোমার আশায়।।
১। আমার বলতে নাইকো হেন ধন, (হারে) কি ধনে তুষিব
গুরু তোমার ঐ চরণ।
তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন জীবন যৌবন দিলাম তোমায়।।
২। এ দেহের মালিক তুমি হও, দিতে যে ধন বাকী থাকে,
সে ধন তুমি লও।
তোমার শীতল প্রেম সাগরে ডুবাও, এই বাসনা করি সদায়।।
৩। এ ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত ধন, সকল ধনের কর্ত্তা তুমি ব্রহ্ম-সনাতন।
তুমি বায়ু রূপে জীবের জীবন, রক্ষা কর দীন দয়াময়।।
৪। অনন্ত মহিমা তোমার, জীবে কি বুঝিতে পারে
শিবের ধোঝাভার।
তুমি কখন সাকার, হও নিরাকার, আব্রহ্ম ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়।।
৫। হরিচাঁদরূপে অবতার, মহানন্দ রূপে গুরু নিলেন দেহের ভার।
গোঁসাই তারকচাঁদের বাঞ্ছা এবার, অশ্বিনী যেন ডুবের রয়।।

* শ্রীগুরু-পূর্ণব্রহ্ম হরিচঁদের পুত্র গুরুচাঁদ।